Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্যবৈশিষ্ট্য

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	July 5, 2025
DOI	10.62328/sp.v34i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.3
Pages	41-56
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্যবৈশিষ্ট্য

ভীষ্মদেব চৌধুরী

১. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১–১৯৪১খ্রি.]–এর অনন্যসাধারণ সৃজনশক্তির বিশিষ্ট এক প্রান্ত—তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ। কাব্যে–নাটকে– গল্পে–উপন্যাসে সৃষ্টিক্ষম রবীন্দ্র –প্রজ্ঞা যে–ভাবে অকৃপণরূপে অভিব্যঞ্জিত,অনুরূপভাবে বিজ্ঞানচিন্তায় সঙ্গীত–সাধনায় ছন্দচর্চায় দর্শন–আলোচনায় এবং সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব–বিবেচনায় তাঁর বিস্ময়কর সৃজনপ্রেরণা অনিবার্যস্বরূপে উন্মোচিত। রবীন্দ্রনাথ যে কবি–সার্বভৌম, তার সুচিহ্নিত প্রকাশ সাহিত্যরূপ–নির্বিশেষে সমগ্র রবীন্দ্র–রচনায় অমোঘভাবে প্রতিফলিত। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্যবৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সুপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে 'কবি–রবীন্দ্রনাথে'র সৃজনশক্তি আর নির্মাণশক্তির অপূর্ব সমন্বয়। এই সম –ন্বয়িত দ্বিবিধ শক্তির একপ্রান্তে অবস্থিত—বিষয়–বক্তব্য–যুক্তি, অন্যপ্রান্তে রয়েছে সার্বভৌম কবির সৃষ্টিশীল কল্পনার বৈভব। বর্তমান নিবন্ধ উগিথগ্রথিত সৃজনশক্তির স্বরূপ সনাক্তকরণের প্রয়াস মাত্র।

২. প্রবন্ধের গঠন–রীতি

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে *আধুনিক সাহিত্য* [১৩১৪], *প্রাচীন সাহিত্য* [১৩১৪], *লোকসাহিত্য* [১৩১৪], *সাহিত্য* [১৩১৪], *সাহিত্যের পথে* [১৩৪৩], *সাহিত্যের স্বরূপ* [১৩৫০] শীর্ষক গ্রন্থাবলীতে। উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত প্রবন্ধসমূহের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন করা সম্ভব। গ্রন্থালোচনা, পূর্বসূরি–প্রশস্তি, সাহিত্যের রূপ, রস ও সত্য সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা, স্বরচিত রচনার কৈফিয়ৎ, প্রাণবন্ত তর্ক ও বিতর্ক ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করে সাহিত্যবিষয়ক রচনার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে 'সাহিত্য'কে অখণ্ড বিষয় বিবেচনা ক'রে বিষয়–নির্বিশেষে রচনার গদ্যবৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। এবং এ–

ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল কবি-প্রতিভা যুক্তি ও বক্তব্যের অন্তর্বয়নে কতটুক সক্রিয় ও প্রকাশমান তারই বিবেচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সাহিত্যবিষয়ক-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যকে প্রমাণভিত্তি দেয়ার জন্য গ্রহণ করেছেন জ্যামিতিক-কৌশল [Geometrical method]। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সূচনায় প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং অতঃপর যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও তুলনার সাহায্যে প্রমাণের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। প্রবন্ধ যেহেতু উচ্ছ্বাসময় স্বগত ভাবনার প্রকাশ নয়; চিন্তা, তত্ত্ব ও মননির্ভর, সেহেতু প্রাবন্ধিককে অঙ্গীকার করতে হয় নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাবোধ, কার্যকারণ-সম্পর্ক ও যুক্তিনিষ্ঠা। এই ধারণা সুপ্রচলিত যে যুক্তি ও তত্ত্বের পথপরিক্রমায় প্রাবন্ধিকের কাছে আবেগ ও উচ্ছ্বাস পরিত্যাজ্য। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রবন্ধে প্রচলিত এ-ধারণা বর্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কবি, শিল্প-সৃজয়িতা—সেহেতু তিনি শিল্পাবেগকে বিসর্জন দেননি, তাঁর প্রবন্ধে আবেগ যুক্তিপরিশীলিত হয়ে হয়েছে মননস্পর্শী।

প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সেতুবন্ধ-রচনায় শিল্পিত-আবেগকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যুক্তি-পরিস্রুত এই আবেগ সম্মোহনী-পরিচর্যায় পাঠকের মেধা ও মননকে কম্পিত করে। সম্মোহিত পাঠক যুক্তিনিষ্ঠ আবেগ, তুলনা ও দৃষ্টান্তের অনুগমন ক'রে প্রতিপাদ্য-প্রমাণের স্তরে যখন পৌছান তখন মনের অগোচরেই তিনি উত্তীর্ণ হন মননে-মেধায়। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গঠন-রীতির এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর গদ্যের বিশিষ্টতাকে দান করেছে নতুন মাত্রা।

উল্লিখিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক-কৌশল অবলম্বন করেছেন। ভূমিকাপ্রবণতা তাই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ। ভূমিকায় তিনি ব্যাখ্যা করেন প্রতিপাদ্য, অতঃপর প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য তিনি আশ্রয় নেন যুক্তির-দৃষ্টান্তের-তুলনার। এবং সবশেষে উপসংহারে বক্তব্যের সারাৎসারকে সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমে দান করেন প্রতিষ্ঠা। প্রতিপাদ্য-প্রমাণের যোগসূত্র সংস্থাপনায় ভূমিকাপ্রবণতার পাশাপাশি রবীন্দ্র-নাথ কখনো অঙ্গীকার করেন গীতময় আবেগ, সম্মোহনী বাণী; কখনো আশ্রয় নেন উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের; কখনো গ্রহণ করেন দৃষ্টান্ত, তুলনা-সাপেক্ষ যুক্তি, পরিপূরক যুক্তি; কখনো অবলম্বিত হয় তর্ক ও বিতর্ক; বিষয় ভেদে উপস্থাপন করতে হয় কৈফিয়ৎ; আবার কখনো কখনো সতর্ক সামঞ্জস্য-চেতনার পাশাপাশি পরিবেশিত হয় নির্মল হাস্য ও মননস্পর্শী সূক্ষ্ম-কৌতুক।

৩. যুক্তিবিন্যাস—কৌশল

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি মেধাকে স্পর্শ করেন না। তিনি প্রথমত সৃজন করেন আবেগ, অতঃপর আবেগকে উত্তীর্ণ করেন মননে। বলা বাহুল্য, সৃজিত এই আবেগ মননশীলিত এবং অনুরূপভাবে মননও

আবেগ-পরিস্রুত। আবেগ এবং আবেগ থেকে মননে পৌছার এই যে অভিযাত্রা তার অবিসম্বাদিত সহযাত্রী উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা আর চিত্রকল্প। যুক্তি-তর্ক, হাস্য-কৌতুক, দৃষ্টান্ত-তুলনা— যুক্তিবিন্যাসের এই সর্ববিধ কৌশলেই রবীন্দ্রনাথ নিপুণ-ভাবে আশ্রয় নেন অর্থালঙ্কারের। আর এ-ভাবেই প্রাবন্ধিকের তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হয় সৃষ্টিশীল কবির কল্পনার ঐশ্বর্যলোক। সৃষ্টিশীল প্রবন্ধিক-কবির অর্থা-লঙ্কার-নির্ভর অনন্যসাধারণ গদ্যবৈশিষ্ট্য প্রবন্ধের স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হবে। আপাতত যুক্তিবিন্যাসের বিবিধ কৌশল কিভাবে গদ্য বৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্র চারিত্র দান করেছে তারই পরীক্ষা-প্রয়াসী হবো আমরা।

বর্তমান নিবন্ধের ভূমিকায় নির্মাণশক্তি ও সৃজনশক্তি রবীন্দ্রপ্রবন্ধে কিভাবে সমন্বয়িত রূপ লাভ করেছে সে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই দুই শক্তির ব্যবধান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সতর্ক। এ-কারণেই তাঁর রচনায় এই দুই শক্তির মহাস-মিলন স্বতঃস্ফূর্ত ও অনায়াসলভ্য। সৃজনশক্তি ও নির্মাণশক্তির পার্থক্য রবীন্দ্রভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতঃ

> বস্তুত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ও লিপিকুশল লেখকের প্রভেদ এই যে, একজনের রচনায় সঙ্গতি এমন স্বাভাবিক এবং অখণ্ড যে, তাহা বিশ্লেষণ করাই শক্ত, অপরের রচনার সঙ্গতি ইটের উপর ইটের ন্যায় গাঁথা ও সাজানো। প্রথমটি অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টি বিন্যাসনৈপুণ্যে বাহবা বলায়।
>
> ['জুবেয়ার' : *আধুনিক-সাহিত্য*]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের 'ভূমিকা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিশ্লেষণের বাহন। এই ভূমিকা-প্রবণতা তাঁর রচনার একটি বিশেষ যুক্তিবিন্যাস-কৌশল। প্রবন্ধের সূচনায় তিনি প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করে ক্রমশ যুক্তি পরম্পরায় সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে ভূমিকা-ব্যাখ্যা কিম্বা যুক্তি-বিন্যাস— সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ উপমান-আশ্রয়ী। ফলস্বরূপ, তাঁর গদ্য, সর্বত্রই, বিশিষ্ট তায় চিহ্নিত। প্রতিপাদ্য-ব্যাখ্যায় ভূমিকার তাৎপর্য নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় :

> [ক] আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্র বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।...
>
> যে-সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদশাহদের সহিত নবাবদের, নবাবদের সহিত বিদেশী বণিকদের ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কী খেলা চলিতেছিল তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে-সকল বিবরণ যদি কোনো দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কী সম্বন্ধ ছিল তাহার বিবরণ বাংলা সাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই পর্যাপ্ত; তাহার অতিরিক্ত যাহা পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয় তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।
>
> কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন-শা পরাগল-খাঁ ছুটি-খাঁর সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে
যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা, ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' : *সাহিত্য*]

[খ] আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব বলে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুণ্ঠীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দর-দাম কেনা-বেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।...

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে বরবধূরাও তুচ্ছ; কেই-বা জানে তাদের নাম, কেই-বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়, কিন্তু রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারি দিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এই জন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান, তাদের মূল্যের সীমা নেই, তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

['সৃষ্টি': *সাহিত্যের পথে*]

তর্ক ও বিতর্ক, আত্মসমর্থন-জ্ঞাপক কৈফিয়ৎ এবং যুক্তিভিত্তিকে দৃঢ়তা দানের জন্যে যুক্তির সম্পূরক-রূপে যুক্তি-উপস্থাপন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্য-সৃজনের অপর বৈশিষ্ট্য। প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য তিনি কখনো সওয়াল-জবাবের রীতিতে অবতীর্ণ হন তর্ক-বিতর্ক যুদ্ধে, কখনো জবানবন্দীর আকারে অর্থালঙ্কার-সমৃদ্ধ সুললিত গীতময় গদ্যভাষ্যে আত্মপক্ষ-সমর্থনে হন তৎপর, আবার কখনো আবেগ-পরিস্রুত যুক্তিকে মনন-পরিশীলিত যুক্তিতে রূপান্তরের তাগিদে গ্রহণ করেন সম্পূরক-যুক্তি। আর এ-ভাবেই প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করে তিনি উপনীত হন সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা স্তরে। দৃষ্টান্ত অনুধাবনীয় :

[ক] তর্ক-বিতর্ক

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে, কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয় : বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সত্য।....

['সাহিত্যতত্ত্ব': *সাহিত্যের পথে*]

[খ] আত্মপক্ষ-সমর্থন

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই, অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই আর্টও নেই, তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে

ওঠে। কেননা অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা—খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ।…

… আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটছে বলেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন তার প্রধান কারণ—এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক বলে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'—এটা তরুণের ধর্ম। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে— সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি তাহলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমত কাজ চালানো যায়—কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

['সাহিত্যে নবত্ব': *সাহিত্যের পথে*]

[গ] সম্পূরক-যুক্তি

…সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়, যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

…অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মতো আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

['আলস্য ও সাহিত্য': *সাহিত্য*]

সামঞ্জস্য-চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবনার্থের অঙ্গীভূত। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের বক্তব্যনির্ধারণ ও যুক্তিবিন্যাস-প্রক্রিয়ায় সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য-চেতনাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। হাস্য-কৌতুক, যুক্তি-কৈফিয়ৎ, তর্ক-বিতর্ক, আবেগ-মনন প্রতিপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে সুসমন্বিত হয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। 'গদ্য-প্রবন্ধের আদ্যন্ত-মধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ তথা 'পরিমাণ-সামঞ্জস্য' প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-বক্তব্য:

…গদ্যে একটা পদের সহিত আর-একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই ; পদের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্য-প্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। …গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার-সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, সেই পদব্রজবিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে।

['বাংলা জাতীয় সাহিত্য': *সাহিত্য*]

গদ্যের 'ভার-সামঞ্জস্য'-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য তাঁর সৃজিত গদ্যেরও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। সাহিত্যবিষয়ক-প্রবন্ধে গদ্যের এই 'পদব্রজবিদ্যা' লঘু-গুরু কিম্বা সম্প্রতীপ-বিপ্রতীপ যুক্তিকৌশলকে 'ভার-সামঞ্জস্য' দান করেছে। সূক্ষ্ম

কৌতুকাশ্রয়ী যুক্তি কিভাবে মননস্পর্শী হয়ে উঠেছে নিম্ন-স্থাপিত উদ্ধৃতিতে তা লক্ষণীয়:

…ইংরাজী-অভিমানী মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য, আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইঁহার প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখনো কখনো স্থান পাইয়া থাকি, আবার কখনো কখনো কর্ণপীড়নও লাভ হয়—সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

['বাংলা জাতীয় সাহিত্য': *সাহিত্য*]

দৃষ্টান্ত ও তুলনা রবীন্দ্র-প্রবন্ধে যুক্তিবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দৃষ্টান্ত-যোজনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ অর্থালঙ্কার আশ্রয়ী। আর তুলনা-বিচারে তিনি সম্মোহনী ভাষায় বক্তব্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করেন যে, পাঠকের পক্ষে লেখকে-র মতের বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পাঠককে স্বমতের পক্ষ আকর্ষণ-করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ও তুলনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনিবার্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আরব্ধ সিদ্ধান্ত। উদাহরণ:

[ক] দৃষ্টান্ত

…মনে করা যাক, আম। যেভাবে সেটা ভোগ্য সেভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য ; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে—কিন্তু সেটা জড়পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা।

['সাহিত্যবিচার': *সাহিত্যের পথে*]

[খ] তুলনা

গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। …সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।

['বিদ্যাপতির রাধিকা': *আধুনিক সাহিত্য*]

৪. অর্থালঙ্কার: উৎস ও সৃজনপ্রক্রিয়া

প্রাবন্ধিকের নির্মাণশক্তি এবং সৃষ্টিশীল কবির সৃজনশক্তি এ-দুয়ের সম্মিলন-ফসল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ। এ-কারণেই এই-পর্যায়ের প্রবন্ধে 'কবি রবীন্দ্র-নাথে'র উজ্জ্বল উপস্থিতি সুপ্রত্যক্ষ। উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রবন্ধ-রচনায় রবীন্দ্র-

নাথ সরাসরি মেধাকে স্পর্শ করেন না—পাঠক-চিত্তে গীতময় আবেগ সঞ্চার করে এই আবেগ উৎসকে তিনি রূপান্তরিত করেন মেধা ও মননে। এবং এ-ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য যুক্তিবিন্যাস-কৌশল হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন অর্থালঙ্কার—Image বা চিত্রকল্প, উপমা, রূপক কিম্বা উৎপ্রেক্ষা। উপমান-উপমেয়র যোগসূত্র স্থাপনা করে রবীন্দ্রনাথ বয়ন করে চলেন যুক্তিজাল—আর এভাবেই আবেগ ও সঙ্গীতের, চিত্র ও বিচিত্রের সুসমন্বয়ে সৃজিত হয়ে চলে কাব্যের রস-ব্যঞ্জনা। গদ্যে উপমা-ব্যবহারের এই সাধারণ-প্রবণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞান, প্রসঙ্গত তাঁর কৈফিয়ৎ :

…সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠতে পারলে আমি জোর পাইনে। মাঝে মাঝে সূতীক্ষ্ণ সমালোচনীয় তুমি যেখানটা ছিন্ন করেছ সে খানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্ছে।—তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সে গুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্তে হাইরোগ্লিফিক্‌স্ ব্যবহারের মতো। …

['সাহিত্যের প্রাণ' : *সাহিত্য*]

বক্তব্যকে যুক্তিনিষ্ঠ করার কৌশলস্বরূপ উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনীয় বিষয়কে 'চিত্ররূপময়' ক'রে তোলেন এবং এর সঙ্গে গীতময় আবেগ সঞ্চার ক'রে পাঠককে করেন সম্মোহিত। প্রযুক্ত বিচিত্র এই কৌশল প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করে সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে পাঠককে পৌঁছে দেয়। এ-কারণেই সম্মোহিত পাঠকের পক্ষে প্রতিপন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্রুত অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যখন উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহার করেন—তখন বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনে পাঠকচিত্তে উপমান-চিত্র জেগে ওঠে। অনেকসময় যুক্তি বিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতে পারে, পক্ষান্তরে মনোপটে মুদ্রিত ছবি অক্ষুণ্ন থাকে দীর্ঘকাল। বিশেষত সার্থক চিত্রকল্পে সংযুক্ত উপমান-উপমেয়র অপূর্বত্ব, অনন্যতা এবং ব্যঞ্জনাধর্মিতা অবিস্মরণীয়। গদ্যে এই বিস্মরণ-অতীত চিত্রকল্পের সঙ্গে যখন সংযুক্ত হয় সুর বা সঙ্গীতধর্ম—তখন আবেগে-স্মৃতিতে-মননে সে-'চিত্ররূপ' লাভ করে শৈল্পিক অমরত্ব। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আবেগঘন গীতময় সম্মোহনী এই গদ্যের *Aesthetic* মূল্য অনেকক্ষেত্রে তাই কবিতার পর্যায়ভুক্ত।

অর্থালঙ্কার তথা উপমা ও চিত্রকল্প সৃজনে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ প্রকৃতি-আশ্রয়ী; প্রকৃতি-উৎস থেকে উপমান-চিত্র গ্রহণ করে তিনি সৃজন করেন উপমা-চিত্রকল্প। এ-ধরনের অর্থালঙ্কারে প্রকৃতিলোকের শুশ্রূষার পাশাপাশি গীতময়তা ও সংবেদন-শীলতার সমন্বয় সাধন করে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিকে দৃঢ় ভিত্তি দান করেন। প্রকৃতি-উৎস থেকে গৃহীত উপমান-চিত্রের চিত্রগুণ, বক্তব্য উপস্থাপনার আবেগঘন গদ্য

এবং গীতময় ব্যঞ্জনা সমন্বিত হয়ে পাঠক চিত্তে যে সম্মোহনের সৃষ্টি করে তাতে প্রতিপন্ন প্রমাণকে অঙ্গীকার করা ছাড়া পাঠকের গত্যন্তর থাকে না। প্রকৃতি এবং উপমান চিত্রের প্রকৃতি-উৎস প্রসঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

[ক] প্রকৃতির কারখানা-ঘরে সমাপ্ত রূপের কীর্তি যত আছে তার চেয়ে অনেক আছে অপূর্ণ রূপের ইঙ্গিত। আছে তা মেঘের স্তরে, পাতার স্তবকে, জলের হিল্লোলে। তাছাড়া সমাপ্ত সৃষ্টির থেকেও উপচে পড়ছে ইঙ্গিত, সাপের ফণায়, পাখির পেখমে, বলাকার উড়ে চলায়। ঐশ্বর্যের উদ্‌বৃত্ত ছড়াছড়ি যায় ভাণ্ডারের বাইরে। তারা উপেক্ষিত হয় সাধারণের দৃষ্টিতে। তাদের মধ্যে রেখায় বর্ণে ভঙ্গিতে রয়ে গেছে সৃষ্টির অর্থসংকেত।' এই-সব অর্থ ধরা পড়ে রূপকারের চোখে। তিনি ইশারাগুলিকে নিয়ে বিধাতার সৃষ্টিক্ষেত্রে বানিয়ে তোলেন মানুষের সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যে সংকেতের যোগ আছে, তবু আছে প্রকাশের পার্থক্য। সেই অন্তরঙ্গ যোগের গুণে এই পার্থক্য সৃষ্টিছাড়া হতে পারে না।

['রূপশিল্প': *সাহিত্যের পথে*]

[খ] এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবেসেছি, একে আমাদের ভালো লাগে, কেবলমাত্র এজন্যে নয় যে, এর থেকে আমাদের প্রয়োজনসাধন হয়। এর রঙে রূপে রসে আমাদের মন ভুলিয়েছে। ···এ যে কেবল সুখের, আরামের তা নয়, এর মধ্যে কঠোরতা আছে, বেসুর আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে এ আমাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে রেখেছে, নানা রঙে রাঙিয়ে রেখেছে। এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রসবোধের সম্বন্ধ, মানুষের সঙ্গেও তেমনি। ···এই নিয়ে আমাদের চৈতন্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অনুসারে আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পদবান হয়ে উঠেছে। মানুষের এই বহুবিচিত্র প্রাণবান অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ মূল্য প্রকাশ পাচ্ছে তার সাহিত্যে, তার কলাবিদ্যায়। এই অভিজ্ঞতা রসের অভিজ্ঞতা, যাকে ইংরেজিতে বলে **emotion** । এ বুদ্ধির অভিজ্ঞতা নয়, প্রয়োজনের অভিজ্ঞতা নয়।

['কলাবুদ্ধি ও কলবুদ্ধি': *সাহিত্যের পথে*]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে উপমান-চিত্রের প্রধান উৎস প্রকৃতি। প্রকৃতি-উৎস ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকেও উপমান-চিত্র প্রচুর সংখ্যায় গৃহীত হয়েছে। উৎস-নির্বিশেষে সব রকমের উপমান-চিত্রেই রবীন্দ্রনাথের সৃজনশক্তি তথা 'কবি রবীন্দ্রনাথে'র পরিচয় বিধৃত। আমরা, পর্যায়ক্রমে, বিভিন্ন উৎস-থেকে গৃহীত উপমান-চিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে স্বতন্ত্র গদ্যবৈশিষ্ট্য সৃজনে রবীন্দ্রনাথের কৃতী ও সাফল্য বিবেচনায় প্রয়াসী হবো। এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করবো সৃষ্টিক্ষম রবীন্দ্রপ্রজ্ঞার কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য ও বৈভব।

৪.১.

কবিতার মতো, প্রকৃতি-উৎস থেকে উপমান-চিত্র গ্রহণ করে অর্থালঙ্কার তথা উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-চিত্রকল্প সৃজন করা রবীন্দ্রগদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বক্তব্য -কে যুক্তিগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে উপমেয়-উপমানের সেতুবন্ধ রচনা করে বিষয়কে চিত্ররূপময়তা দান করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই কৌশল স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেন

এবং প্রকৃতি-উৎস থেকে উপমান-চিত্র গ্রহণ ক'রে প্রকৃতির 'অপূর্ণ রূপের ইঙ্গিতে' রয়ে গেছে যে 'সৃষ্টির অর্থসংকেত'—তাকে করে তোলেন বাঙ্ময়—রূপময়। প্রকৃতির অন্তঃছন্দ,—তার অন্তহীন সঙ্গীত-মূর্ছনা, গীতময় আবেগধর্ম প্রভৃতি সমন্বিত হয়ে গড়ে-ওঠা অর্থালঙ্কার গদ্যে সংযুক্ত হয়ে ভাষাকে যেমন করেছে সুষমামণ্ডিত, তেমনি বক্তব্যবিষয়কেও দান করেছে সুদৃঢ় যুক্তিভিত্তি। সাহিত্যের যুক্তি প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতিতুলনায় চিত্রকল্পতুল্য অর্থসংকেতে আবেগ-পরিস্রুত হয়ে অবশেষে সচকিত করে তোলে পাঠকের মেধা ও মনন। প্রকৃতি-উৎস থেকে গৃহীত উপমান-চিত্রের ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা এবং অর্থগত দ্যোতনা এবং চিত্ররূপময় ব্যঞ্জনা নিম্ন-উপস্থাপিত উদ্ধৃতিসমূহে অনুধাবন করা যাবে :

[ক] কিন্তু তখন তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সঙ্কীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী! তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করার সময় নহে।

['রাজসিংহ' : *আধুনিক—সাহিত্য*]

[খ] ··· তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন।

['রাজসিংহ' : *আধুনিক—সাহিত্য*]

[গ] বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। ···

সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

['বিহারীলাল' : *আধুনিক—সাহিত্য*]

[ঘ] সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন; ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

['রামায়ণ' : *প্রাচীন সাহিত্য*]

[ঙ] এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

['ছেলেভুলানো ছড়া' : *লোকসাহিত্য*]

[চ] নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া শরতের যে হাল্কা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায় তাহার উপরে যখন অস্ত-সূর্যের আলো পড়ে তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়। কিন্তু

আষাঢ়ের যে নূতন ঘনমেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মতো আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে, যাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারি দিক হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ···

['সৌন্দর্যবোধ' : *সাহিত্য*]

[ছ] বাঙালি জাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্‌বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্‌বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর-কি। যদি তার এইশক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

['সভাপতির অভিভাষণ' : *সাহিত্যের পথে*]

৪.২

নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা ও কার্যকারণ-বিবেচনা একজন প্রাবন্ধিকের জন্যে অনিবার্য এবং সর্বাগ্র-মান্য। রবীন্দ্রনাথ আবেগঘন গীতময়-চিত্ররূপময় ভাষায় তাঁর বক্তব্য ও যুক্তি বিন্যাস করলেও শিল্প-সৃজয়িতার সঙ্গে প্রবন্ধনির্মাতার বিরোধ ঘটেনি কখনো। কেননা নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাবোধ ও কার্যকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বদা তিনি ছিলেন সতর্ক ও আস্থাশীল। রবীন্দ্রনাথের এই বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতা লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের যুক্তিবিন্যাস-কৌশলে। এ-সব প্রবন্ধের কোন-কোনটিতে তিনি বিষয়কে যুক্তিগ্রাহ্য ও অকাট্য প্রমাণের জন্য উপমান-চিত্র গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ থেকে। উপমান-উপমেয়র সেতুবন্ধ রচনায় তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি ও সৃজনশক্তির অপূর্বসমন্বয় নিচের উদ্ধৃতিসমূহে অনুধাবনীয় :

[ক] ···রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়ভাবে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

['রাজসিংহ' : *আধুনিকম সাহিত্য*]

[খ] শুনা যায়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্প না এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

['ছেলেভুলানো ছড়া' : *লোকসাহিত্য*]

[গ] ...যদি কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চাই তবে তাকে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা আমাদের সন্দেহ-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে দিতে হবে, নইলে, যতক্ষণ তাকে স্বপ্রকাশ সত্যের আকারে দেখাই ততক্ষণ তার অন্য নাম। যেমন নাইট্রোজেন তার

আদিম আকারে বাষ্প, উদ্ভিদ অথবা জন্তুশরীরে রূপান্তরিত হলে তবেই সে আমাদের খাদ্য; তেমনি সত্য যখন মানবজীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনই সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।

['সাহিত্য' : *সাহিত্য*]

[ঘ] জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্ছে প্রটোপ্ল্যাজম্, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ 'প্রটোপ্ল্যাজম্'এর মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজম্কে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

['সাহিত্যের প্রাণ' : *সাহিত্য*]

[ঙ] ··· অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইরফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

['আধুনিক কাব্য' : *সাহিত্যের পথে*]

[চ] মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবিচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাবস্ট্র্যাক্শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ ; তাদের নাম হচ্ছে—সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরো কত-কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন।···

['সাহিত্যতত্ত্ব' : *সাহিত্যের পথে*]

৪.৩

ভারতীয় পুরাণ এবং উপনিষদ সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপমানচিত্র গ্রহণের আর-একটি বিশিষ্ট উৎস। এই উৎস ব্যবহারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশৈশব-লালিত জীবন প্যাটার্ন এবং লব্ধ জীবনার্থ সংমিশ্রিত। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতি-উৎসের মতোই পুরাণ ও উপনিষদ, বিষয়ে-বক্তব্যে, জীবনে-তত্ত্বে, উপমায়-চিত্রকল্পে অবলীলায় গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে এর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়কে যুক্তিগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর পুরাণপ্রিয়তা এবং ঔপনিষদিক তত্ত্বপ্রাণতা উপমান-উপমেয়র সম্বন্ধ সূত্রে অপ্রচ্ছন্ন থাকেনি; বরং এর মধ্য দিয়ে সৃজনশীল রবীন্দ্রপ্রতিভার সৃজনশক্তির সঙ্গে তত্ত্বলোকের নিবিড় সংযোগ হয়েছে সংস্থাপিত। নিম্ন-স্থাপিত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য :

[ক] য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে এই বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তিক্ষুধা কিরূপ সাংঘাতিক তাহা সমুদ্রতীরের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ ও রক্তকায় জাতিরা জানে। ···দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ যেমন লাভের প্ররোচনায় উত্তরের গোগৃহে ছুটিয়াছিল ইহারাও তেমনি ধরণীর স্বর্ণরস দোহন করিয়া লইবার জন্য মৃত্যুসঙ্কুল উত্তর মেরুর দিকে ধাবিত হইয়াছে।

['মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' : *আধুনিক—সাহিত্য*]

[খ] হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন-পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎসপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি-ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

['গ্রাম্যসাহিত্য' : *লোকসাহিত্য*]

[গ] আধুনিক কবি বলিয়াছেনঃ Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদঃ বলিতেছেনঃ আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

['সৌন্দর্যবোধ': *সাহিত্য*]

[ঘ] ···আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

['কবির কৈফিয়ৎ'ঃ *সাহিত্যের পথে*]

[ঙ] ··· এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। ···

['কাব্যে গদ্যরীতি': *সাহিত্যের স্বরূপ*]

৪.৪

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এর চিত্রধর্ম ও সঙ্গীতগুণ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যকে পাঠকচিত্তে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করার জন্য একদিকে অর্থালঙ্কারের আশ্রয় নিয়ে উপমান-চিত্রের সাহায্যে পাঠকের চিত্তে ছবির জাগরণ ঘটান, অন্যদিকে আবেগ ও গীতময় পদবন্ধ ও বাক্যযোজনায় সৃজন করেন সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনা। গদ্যরচনার এই কৌশল তাঁর ভাষাবৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল এক প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ অবলম্বিত এই-গদ্যকে সহজতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা দানের জন্য কখনো কখনো এর উপযোগী ও অনুগামী উপমান-চিত্র গ্রহণে যত্নশীল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। ···এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। ...চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।" ['সাহিত্যের তাৎপর্য'ঃ *সাহিত্য*] প্রসঙ্গত সঙ্গীত-শাস্ত্র ও চিত্রশিল্প কিভাবে উপমান-চিত্রের উৎসের মর্যাদা লাভ করেছে নিচের উদ্ধৃতিসমূহে তা লক্ষণীয় :

[ক] একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ-সুরে ধর্ম সঙ্কীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

['বঙ্কিমচন্দ্র' *আধুনিক সাহিত্য*]

[খ] কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। ... তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।

['ঐতিহাসিক উপন্যাস' : *সাহিত্য*]

[গ] সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয় কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

['বিহারীলাল' : *আধুনিক-সাহিত্য*]

[ঘ] তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দু'টি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত।

['রাজসিংহ' : *আধুনিক-সাহিত্য*]

[ঙ] সমস্ত রসসৃষ্টির আদর্শ যে তার নিজেরই মধ্যে তার বাইরে নয়, এ কথাটা অন্তত চিত্রকলায় সাধারণ লোকে সহজে মানতে চায় না। ... মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝর ঝর বৃষ্টির অনুকরণ, না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক।তবু কোনো বাস্তববিলাসী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দে করে না। অথচ ছবির মধ্যে এমন একটা জীবের চেহারা চোখে পড়তে পারে প্রাণীবৃত্তান্তের কোনো বিশেষ জন্তুর সঙ্গে যা মেলে না, তার মধ্যে জন্তুত্বের প্রকাশ প্রবল হলেও সাধারণে ছবিটাকে অসত্য বলে অপবাদ দিয়ে বসে। গ্রন্থকার সেইরকম জন্তুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, প্রাণীবৃত্তান্তে ওটা অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু চিত্রকলায় ওটা সত্যই।

['রূপশিল্প' : *সাহিত্যের পথে*]

৪.৫

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে বক্তব্য উপস্থাপন ও যুক্তিবিন্যাসের প্রয়োজনে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য, ভারতীয়-প্রাচীন সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্য-কে উপমান-উৎসরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের আলোচনায় সাহিত্যিক যুক্তি এবং সাহিত্যসম্বন্ধীয় উপমান-চিত্র সৃজন, গদ্যে তার সফল যোজনা আলোচ্য ধারার প্রবন্ধকে করেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। সাহিত্য-উৎস থেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যব্যক্তিত্ব, সাহিত্যের প্রসঙ্গ, বিষয় ও চরিত্র এবং কখনো কখনো অবিনাশী বাক্য ও চরণ দৃষ্টান্ত ও উপমান-চিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এই পর্যায়ে রবীন্দ্রগদ্যও লাভ করেছে স্বতন্ত্র চারিত্র। দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য :

[ক] ... কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ।
['সৌন্দর্য ও সাহিত্য'ঃ *সাহিত্য*]

[খ] ইংরেজও আজ নিজের ভাণ্ডার পূরণ করা, দুর্বলকে দুর্বলতর করা এবং সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র অ্যাংলোস্যাক্‌শন মহিমাকেই গণ্ডারের নাসাগ্রস্থিত একশৃঙ্গের মতো ভীষণভাবে উদ্যত রাখাকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছে; তাই সেখানে সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে 'একে একে নিবিছে দেউটি' এবং আজ প্রায় 'নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী'।
['সাহিত্যসম্মিলন': *সাহিত্য*]

[গ] আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নতুন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।
['সাহিত্যরূপ': *সাহিত্যের পথে*]

[ঘ] কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেইজন্য তাঁরা আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকারপ্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। ...তেমনি শেক্‌স্‌পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে।
['সাহিত্য': *সাহিত্য*]

৪.৬

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসজ্ঞান এবং ইতিহাস-সচেতনতা তাঁর সুস্থ প্রাগ্রসর জীবনার্থ সন্ধানে ছিলো সতত ক্রিয়াশীল। অপরদিকে লোকধর্ম ও লোকজীবন ছিলো তাঁর অনুসন্ধিৎসার অন্যতম বিষয়। *ছেলেভুলানো ছড়া, গ্রাম্যসাহিত্য* প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর এই অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষর বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের বিষয়-বিশেষে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ব্যক্ত বক্তব্যের অর্থকে সংকেতিত ও অভিব্যঞ্জিত করার প্রেরণায় দৃষ্টান্ত ও উপমান-চিত্র গ্রহণের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ কখনো-কখনো শরণ নেন ইতিহাস, ঐতিহাসিক চরিত্র কিম্বা লোককাহিনীর। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে স্বল্পব্যবহৃত এই উৎস রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক গদ্যবৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র প্রান্ত ও মাত্রা নির্দেশক। উদাহরণ অনুসরণীয় :

[ক] .... তানসেন তাই বলিয়া মেঠো সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ়

মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য লোকসাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে।

['বাস্তব' : *সাহিত্যের পথে*]

[খ] রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি; আমাদের ঘরের এই নূতন রানী সুয়ারানী নিষ্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে, কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। ...

আর, আমাদের দুয়ারানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশাভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ...এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। ...

['বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য' : *সাহিত্য*]

৫. উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ শিল্পীকবির সৃজনশক্তি আর মননশীল প্রাবন্ধিকের নির্মাণশক্তির সুসমন্বয়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দুই শক্তির মহা-সম্মিলনের মধ্য দিয়ে গদ্যে স্বতন্ত্র শিল্পীব্যক্তিত্বও প্রতিফলিত। স্মরণীয় যে, বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের গদ্যবৈশিষ্ট্যের যে-প্রান্ত উন্মোচন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে—সে-বৈশিষ্ট্যের পূর্বাপর সঙ্গতি প্রায় সব রচনাতেই লক্ষণীয়। যদিও প্রথম দিককার রচনার সঙ্গে সর্বশেষ-পর্যায়ের রচনার ভাষারীতির প্রভেদ সুস্পষ্ট। *আধুনিক-সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য* কিম্বা *সাহিত্য*-এর সঙ্গে *সাহিত্যের পথে* এবং *সাহিত্যের স্বরূপ*-এর ভাষারীতিগত পার্থক্য ভাষার শৈলীবিবেচনায় গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবে। এবং এও স্বীকার্য যে, "আজ লোকজীবনের মুখরতায় এবং নাগরিক সমাজের বিদগ্ধ আধুনিকতার মাঝখানে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ক্ল্যাসিকাল ভাষা বিগত রাজকীয় বৈভবের স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি একালের পাঠকের কানে সে-সাহিত্যের উদাত্ত মহিমা ফুটিয়ে তুলবার জন্য ভাষায় এনেছেন ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং দীর্ঘায়িত ছন্দঃস্পন্দ।" [ভবতোষ দত্ত; 'বাংলাগদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' : *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, ১৯৮২, পৃ.১১২] আবার "'লোকসাহিত্য' যেমন বাংলাদেশের মৃদু নিস্তরঙ্গ জীবনের কোমল স্নিগ্ধতায় পূর্ণ, 'আধুনিক-সাহিত্যে'র বিষয়ও তেমনি সমসাময়িক উচ্চতর সাহিত্যের রসাস্বাদনের আনন্দে পূর্ণ।" [প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭] কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রবন্ধের ভাষাশৈলীগত বিবেচনা এবং বিষয়নির্ভর আলোচনাকে অঙ্গীকার করা হয়নি। আলোচনায় আমরা প্রবন্ধের গঠন-রীতি, যুক্তিবিন্যাস-কৌশল এবং প্রবন্ধে প্রযুক্ত অর্থালঙ্কারের এবং অর্থসংকেতের উৎস ও সৃজনপ্রক্রিয়া বিবেচনাভুক্ত করেছি।

বর্তমান নিবন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষণ, মূল্যায়ন ও মীমাংসায় এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে যে, সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাবন্ধিক-প্রজ্ঞা ও

সৃজনশীল সার্বভৌম-কবির 'কবিব্যক্তিত্ব' নিয়ে পরস্পর সমুপস্থিত। যেখানে বিষয়-বক্তব্য-যুক্তির সঙ্গে 'কবি'র সৃষ্টিশীলতার সম্মোহন সংযুক্ত হয়েছে। এর একদিকে রয়েছে প্রবন্ধের গঠন-রীতির স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবিন্যাস-কৌশলের বিশিষ্টতা,—অন্যপ্রান্তে আছে বিভিন্ন উৎস থেকে উপমান-চিত্র সংগ্রহ করে অর্থালঙ্কার ও অর্থসংকেত সৃজনে সৃষ্টিশীল কবিকল্পনাশক্তির ঐশ্বর্যের অভিব্যঞ্জনা। এই দুই প্রান্তের সম্মিলনীতে চিত্রগীতরূপময় সম্মোহনী যে-গদ্য সৃজিত হয়েছে তার *Aesthetic*-মূল্য প্রায়শ কবিতার সমতুল্য।